

বন্যা: করণীয় ও বর্জনীয়

বন্যার আগে:

- \* গুজব উপেক্ষা করুন, শান্ত থাকুন, আতঙ্কিত হবেন না।
- \* জরুরী যোগাযোগের জন্য আপনার মোবাইলগুলি চার্জ রাখুন; এসএমএস ব্যবহার করুন।
- \* রেডিও শুনুন, টিভি দেখুন, আবহাওয়ার আপডেটের জন্য সংবাদপত্র পড়ুন।
- \* গবাদি পশু / পশুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে অবরুদ্ধ রাখুন।
- \* সুরক্ষা এবং বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলির সাথে একটি জরুরি কিট প্রস্তুত করুন।
- \* আপনার নথি এবং মূল্যবান জিনিসপত্রগুলিকে ওয়াটার-প্রুফ ব্যাগে রাখুন।
- \* নিকটতম আশ্রয়স্থল / উন্মিত পাকা বাড়ির নিরাপদ পথগুলি জানুন।
- \* সরকারী কর্মকর্তাদের নির্দেশিত হলে অবিলম্বে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে ফেলুন।
- \* কমপক্ষে এক সপ্তাহের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ খাবারের জন্য খাবার এবং জল সঞ্চয় করুন।
- \* বন্যার অঞ্চল যেমন খাল, স্রোত, নিকাশী চ্যানেল সম্পর্কে সচেতন হন।

বন্যার সময়:

- \* বন্যার জলে প্রবেশ করবেন না। আপনার যদি প্রয়োজন হয় তবে উপযুক্ত পাদুকা পরুন।
- \* নিকাশী নালা, নালা, নালা, কালভার্ট ইত্যাদি থেকে দূরে থাকুন।
- \* বৈদ্যুতিক নিয়ন্ত্রণ এড়ানোর জন্য বৈদ্যুতিক খুঁটি এবং পতিত পাওয়ার লাইনগুলি থেকে দূরে থাকুন।
- \* দৃশ্যমান লক্ষণগুলির সাথে কোনও খোলা ড্রেন বা ম্যানহোল চিহ্নিত করুন (লাল পতাকা বা ব্যারিকেডস)
- \* বন্যার জলে হাঁটা বা গাড়ি চালাবেন না। মনে রাখবেন, চলমান বন্যার পানির দুই ফুট বড় গাড়িও ধুয়ে ফেলতে পারে।
- \* টাটকা রান্না করা বা শুকনো খাবার খান। আপনার খাবার ঢেকে রাখুন।
- \* সিদ্ধ / ক্লোরিনযুক্ত জল পান করুন।
- \* আপনার চারপাশ পরিষ্কার রাখতে জীবাণুনাশক ব্যবহার করুন।

বন্যার পরে:

- \* বাচ্চাদের বন্যার জলে বা তার কাছাকাছি খেলার অনুমতি দেবেন না।
- \* কোনও ক্ষতিগ্রস্ত বৈদ্যুতিক পণ্য ব্যবহার করবেন না, তাদের পরীক্ষা করুন।
- \* যদি নির্দেশ দেওয়া হয় তবে প্রধান স্যুইচ এবং আনপ্লাগ অ্যাপ্লায়েন্সে ইউটিলিটিগুলি বন্ধ করুন - ভিজা থাকলে বৈদ্যুতিক সরঞ্জামগুলিতে স্পর্শ করবেন না।
- \* ভাঙা বৈদ্যুতিক খুঁটি এবং তার, তীক্ষ্ণ বস্তু এবং ধ্বংসাবশেষ অনুসন্ধান করুন।
- \* বন্যার জলে যে খাবার রয়েছে তা খাবেন না।
- \* ম্যালেরিয়া প্রতিরোধে মশারি ব্যবহার করুন।
- \* সাপ সম্পর্কে সাবধান হন; যেহেতু বন্যার সময় সাপের কামড় সাধারণ।
- \* জলের লাইন / নিকাশী পাইপ ক্ষতিগ্রস্ত হলে টয়লেট বা ট্যাপ জল ব্যবহার করবেন না।
- \* কলের জল পান করবেন না; যতক্ষণ না স্বাস্থ্য দফতরের পরামর্শ দেওয়া হয় যে জলটি পান করা নিরাপদ।

আপনার যদি বন্যায় সরে যাওয়ার দরকার হয়:

- \* বিছানা এবং টেবিলের উপর আসবাবপত্র, সরঞ্জাম উত্থাপন করুন।
- \* টয়লেট পাত্রে স্যান্ডব্যাগগুলি রাখুন এবং নিকাশীর ব্যাকফ্লো প্রতিরোধে সমস্ত ড্রেন গর্ত বন্ধ করে দিন।
- \* বিদ্যুৎ এবং গ্যাস সংযোগ বন্ধ করুন।
- \* নিজেকে একটি উচ্চতর স্থল / নিরাপদ আশ্রয়স্থলে প্রতিস্থাপন করুন।
- \* জরুরী কিট, প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্স, মূল্যবান জিনিসপত্র এবং গুরুত্বপূর্ণ নথিগুলি আপনার সাথে রাখুন।
- \* গভীর, অজানা জলে প্রবেশ করবেন না; জলের গভীরতা পরীক্ষা করতে একটি লাঠি ব্যবহার করুন।
- \* কর্মকর্তারা যখন আপনাকে বলবে, কেবল তখনই ঘরে ফিরে আসুন।
- \* একটি পারিবারিক যোগাযোগের পরিকল্পনা করুন।
- \* ভেজা হয়ে গেছে এমন সমস্ত কিছু পরিষ্কার এবং নির্বীজন করুন।

কৃষিতে বন্যায় করণীয় ও বর্জনীয় :

করণীয় :

- \* শেডে গবাদি পশু / পশু রাখুন এবং তাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করুন।
- \* প্রাণীদের পরিষ্কার পানীয় জল সরবরাহ করুন।
- \* বন্যার ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে নিমগ্ন সহনশীল জাতের ফসল ব্যবহার করুন।
- \* বন্যার পরে মাঠ থেকে অতিরিক্ত জল ফেলে দিন।
- \* ভারী বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলে, স্বল্প স্বল্প সময়ের জন্য এইচওয়াইভি ধানের জাত সহ কমিউনিটি নার্সারি বৃদ্ধির জন্য উচ্চ জমিগুলি নির্বাচন করুন। বন্যার জলের স্রোতের পরে, কৃষকরা সেগুলি পুনরায় রোপণের কাজ করতে পারে।
- \* যদি প্রধান জমিতে চারা বা ধানের ফসলের মোট ক্ষতি হয় তবে জমিতে প্রচুর ক্ষতি হলে জাতের পুরাতন চারাগুলি দিয়ে দেহিতে রোপণ করুন।
- \* উচ্চ জমির পরিস্থিতিতে আড়র ও তিল চাষের জন্য বেছে নেওয়া যেতে পারে।
- \* ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস পাওয়ার সাথে সাথে পরিপক্ব ফসলের ফসল সংগ্রহ করুন এবং কাটা ফলনগুলি নিরাপদ স্থানে রাখুন।
- \* আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত জমিতে, ধানের ক্ষেত থেকে অতিরিক্ত জল ফেলে দিন এবং শস্যটি যদি পর্যাপ্ত পর্যায়ে থাকে তবে শীর্ষ ড্রেসিং হিসাবে 1/3rd নাইট্রোজেন + 50% পটাসিয়াম অক্সাইড প্রয়োগ করুন।
- \* বন্যার কারণে শস্য ক্ষতিগ্রস্ত হলে ফোটাং সংবেদনশীল স্বল্পকালীন জাতের সাথে সরাসরি ধানের বীজ বপন করুন।
- \* বন্যায় বীজ ধুয়ে ফেললে বীজের বিকল্প ব্যবস্থা করুন।
- \* বন্যার জল কমে যাওয়ার পরে বন্যাকবলিত ফসলে অতিরিক্ত নাইট্রোজেন সার প্রয়োগ করুন।

বর্জনীয় :

- \* কাটা ফলন খোলা মাঠে ফেলে রাখবেন না।
- \* জলাবদ্ধতা দীর্ঘকাল ধরে রাখবেন না, কারণ এটি পচন এবং রোগের বিকাশের দিকে পরিচালিত করে।